# চতুর্থ অধ্যায়

# রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

*[সরকার গৃহীত ভারসাম্যপূর্ণ রাজস্ব নীতি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায়, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাস এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও এ বৃদ্ধির হার স্বল্প এবং গতি ধীর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০০৯-১০ অর্থবছরের রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে লক্ষ্যমাত্রার ১০১.৭১ শতাংশ রাজস্ব আহরণে সাফল্য অর্জন করে। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরেরও রাজস্ব আহরণের শক্তিশালী গতিধারা অব্যাহত রয়েছে। মার্চ ২০১১ পর্যন্ত নয় মাসে রাজস্ব আহরণে ২৭.২৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সরকারি ব্যয় জিডিপির অংশ হিসেবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দের ৯১ শতাংশ এডিপি ব্যয় হয়েছে । ২০১০-১১ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারের হার ৫০ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি। এডিপির সিংহভাগ অর্থায়ন বর্তমানে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দ্রুত ও দক্ষভাবে ব্যবহার করতে না পারায় সাহায্য প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি গ্রহণ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জিডিপির ৫ শতাংশের নীচে রাখা সম্ভব হয়েছে।]*

## রাজস্ব নীতি

রাজস্ব নীতি হিসেবে সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে চিহ্নিত করা হয়। সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনাসহ জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয় কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় থেকে। রাজস্ব নীতির আওতায় (ক) রাজস্ব সংগ্রহের প্রাক্কলন তৈরী, (খ) ব্যয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং (ঘ) সম্ভাব্য বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়। সরকার কর্তৃক রাজস্ব নীতি প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে; সরকারের আয় ও ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। ভারসাম্যপূর্ণ রাজস্ব নীতি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায়, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে সরকারি ব্যয় এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশে উৎপাদনশীল, কর্মসংস্থানমুখী ও দারিদ্র নিরসনমুখী অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃজনে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারের সকল দায়িত্বের মধ্যে সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি অন্যতম প্রধান সাংবিধানিক দায়িত্ব । রাজস্ব নীতিতে মূলত সংগৃহীত সম্পদের সাথে খরচের সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা অর্থনীতিতে বিনিয়োগ-বান্ধব এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রণোদনা সৃজন করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহে ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সরকারের আয়-ব্যয়ে ভারসাম্য তথা সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত অপরাপর প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরতা ও ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ কারণে সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই।

## সরকারি আয়

কর রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত অর্থই সরকারি আয়ের প্রধান উৎস। কর রাজস্ব প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরণের করের সমন্বয়ে গঠিত এবং এখাত থেকে সরকারের মোট আয়ের সিংহভাগ (৮০ শতাংশের বেশী) সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাতের আদায় (ফি, মাসুল ইত্যাদি) থেকে। বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক রূপে পরিগণিত হয়। যে দেশের অর্থনীতি যত শক্তিশালী সেখানকার রাজস্ব সংগ্রহের হারও তত বেশী। আমাদের দেশে মোট রাজস্ব- দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) অনুপাত ২০০১-০২ অর্থবছরের ১০.২১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১১.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১২.০৯

শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের এ ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু বৃদ্ধির হার স্বল্প এবং গতি ধীর। বিগত দশটি অর্থবছরের কর-রাজস্ব ও কর- বহির্ভূত রাজস্ব এবং রাজস্ব -জিডিপি অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.১ এ দেখানো হ'লঃ

**সারণি ৪.১: রাজস্ব প্রাপ্তি**

(কোটি টাকায়)

| | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট রাজস্ব | ২৭৮৯৩ | ৩১১২০ | ৩৫৪০০ | ৩৯২০০ | ৪৪৮৬৮ | ৪৯৪৭২ | ৬০৫৩৯ | ৬৯১৮০ | ৭৯৪৮৪ | ৯৫১৮৮ |
| কর রাজস্ব | ২১৩৩২ | ২৪৯৫০ | ২৮৩০০ | ৩১৯৫০ | ৩৬১৭৫ | ৩৯২৪৭ | ৪৮০১২ | ৫৫৫২৬ | ৬৩৯৫৬ | ৭৯০৫২ |
| কর বহির্ভূত রাজস্ব | ৬৫৬১ | ৬১৭০ | ৭১০০ | ৭২৫০ | ৮৬৯৩ | ১০২২৫ | ১২৫২৭ | ১৩৬৫৪ | ১৫৫২৮ | ১৬১৩৫৬ |
| স্থূল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে | | | | | | | | | | |
| মোট রাজস্ব | ১০.২১ | ১০.৩৫ | ১০.৬৩ | ১০.৫৭ | ১০.৭৯ | ১০.৫৮ | ১১.৩০ | ১১.২৫ | ১১.৪৫ | ১২.০৯ |
| কর রাজস্ব | ৭.৮১ | ৮.৩০ | ৮.৫০ | ৮.৬২ | ৮.৭০ | ৮.৪০ | ৮.৯৬ | ৯.০৩ | ৯.২১ | ১০.০৪ |
| কর বহির্ভূত রাজস্ব | ২.৪০ | ২.০৫ | ২.১৩ | ১.৯৬ | ২.০৯ | ২.১৮ | ২.৩৪ | ২.২২ | ২.২৪ | ২০.৫ |

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড । সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

## কর ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে । সরকার ঘোষিত রূপকল্পে চিহ্নিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের জন্য কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দ্বারা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্তি দেয়া এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন ইত্যাদি সামনে রেখে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১ এ দেয়া হলো।

**বক্স ৪.১: ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

**প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

- ব্যক্তি করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়সীমা পূর্বের ন্যায় ১,৬৫,০০০ টাকা অব্যাহত রয়েছে। তবে মহিলা এবং সিনিয়র সিটিজেন (৬৫ উর্ধ্ব বয়সের) করদাতাদের জন্য পৃথক করমুক্ত আয়সীমা ১,৮০,০০০ টাকা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়সীমা ২,০০,০০০ টাকা করা হয়েছে।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ও পাবলিক লিঃ কোম্পানীর করহার ৩৭.৫ শতাংশ এবং ২৭.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে করহার ৪৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৪২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর করহার ৪৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল কোম্পানীর ক্ষেত্রে করহার ৪৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার আয়কর রেয়াতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সীমা ৫,০০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০,০০,০০০ টাকা করা হয়েছে।
- ভূমি হুকুম দখলের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৬ শতাংশ হতে ২ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।
- বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ বিদেশে পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত থেকে বিদেশে প্রাপ্ত ভাড়ার ওপর ৩ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন এবং উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।
- রপ্তানিকারকদের সহায়তা করার লক্ষ্যে পণ্য রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত নগদ সহায়তা/ভর্তুকীর ওপর কর কর্তনের বিধান বাতিল করা হয়েছে।
- আয়কর আইন সহজীকরণের লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তনের বিধান সম্বলিত ৮ম তফসিল সংযোজন করা হয়েছে।
- ব্যক্তি করদাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ব্যবসায়ী করদাতা কর্তৃক প্রদর্শিত মূলধনের ২৫ শতাংশ আয় প্রদর্শনপূর্বক কর পরিশোধ করলে প্রদর্শিত মূলধন বিনা প্রশ্নে গ্রহণের বিধান করা হয়েছে।
- করদাতাদের সুবিধার্থে কর কমিশনারদের রিভিশন ক্ষমতা প্রদানের জন্য আয়কর অধ্যাদেশের ১২১-এ ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়েরের পূর্বে করদাতা কর্তৃক ১০ শতাংশ কর প্রদানের বিধান এবং একই সাথে ওয়েভার প্রদানের বিধান করা হয়েছে।
- আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজউক, আরডিএ, সিডিএ, কেডিএ কর্তৃক গৃহসম্পত্তির নকশা অনুমোদনের পূর্বে টিআইএন গ্রহণের বিধান প্রবর্তন। এই সাথে ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে টিআইএন দাখিল বাধ্যতমূলক করা হয়েছে।
- টিআইএন বরাদ্দের ক্ষেত্রে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন করদাতাদের জন্য টিআইএন ইস্যুর সময় এক হাজার টাকা অগ্রিম কর জমার বিধান এবং প্রয়োজনে জাতীয় পরিচয়পত্র দাখিলের বিধান করা হয়েছে।
- সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়নের জন্য এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশী সফট্ওয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য ৫০ শতাংশ অবচয়ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে।
- সবার জন্য আবাসন এবং ঢাকা শহরের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে সকল সিটি কর্পোরেশন, সকল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা, নারায়নগঞ্জ সদর, গাজীপুর সদর এবং টঙ্গী উপজেলা ও ঢাকা জেলার অর্ন্তগত পৌরসভা এলাকা ব্যতীত দেশের যে কোন এলাকায় ০৭/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ মেয়াদে ১০টি ফ্ল্যাট বিশিস্ট পাঁচ তলা বা তদুর্ধ্ব ইমারত হতে উদ্ভুত আয় করমুক্ত করা হয়েছে।
- পেনশনার'স সঞ্চয়পত্রের সুদ বা মুনাফা আয়কর মুক্ত করা হয়েছে।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ ক্রয়ের উপর আয়কর রেয়াতের বিধান করা হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক জমির মূল্য পূণঃনির্ধারণের প্রেক্ষিতে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র করদাতাদের সুবিধার্থে পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিধান করা হয়েছে।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়নের সময় সিসি'র ভিত্তিতে অগ্রিম আয়কর পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ভাড়ায় ব্যবহৃত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, ট্রাক, মালবাহী বাস, যাত্রীবাহী ও মালবাহী নৌ-যান, কার্গো, কোস্টার, ডাম্পবার্জ ইত্যাদির ওপর বিদ্যমান অনুমিত আয়করের হার পুনঃ বিন্যাস করা হয়েছে।
- ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১২ সময়ে নতুন স্থাপিত কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এলাকাভেদে পাঁচ হতে সাত বছর পর্যন্ত হ্রাসকৃত হারে কর নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ খাতে নতুন বিনিয়োগ তরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানীকে কর অব্যাহতি সুবিধা পেতে হলে জুন, ২০১২ এর মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করার বিধান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে করদাতাদের সুবিধার্থে অন-লাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েচে। ইতোমধ্যে আয়কর বিভাগের বৃহৎ করদাতা ইউনিটে অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ গ্রহণ করা হচ্ছে, যা পর্যায়ক্রমে সকল কর অঞ্চলে বিস্তৃত হবে।

**পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ ঃ**

শুল্ক ব্যবস্থা:

- পাঁচ স্তর বিশিষ্ট শুল্ক-কর কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্ক কর ২৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখে মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং আইসিটি খাতের শুল্ক ৩ শতাংশ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- আট স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক কাঠামো (২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ২৫০%, ৩৫০%, ৫০০%) অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০% সম্পূরক শুল্ক স্তর বিলাসবহুল ও জনস্বাস্থ্যের হানিকর পণ্য সামগ্রি আমদানি (যেমন- সিগারেট, মদ জাতীয় পণ্য, ২০০০ সিসির বেশী ক্ষমতার গাড়ি) নিরুৎসাহিত করার জন্য আরোপ করা হয়েছে।
- অপ্রক্রিয়াজাত চিনি (raw sugar) ও প্রক্রিয়াজাত চিনি (finished sugar) এর প্রতি মেট্রিক টনের উপর যথাক্রমে ২,০০০.০০ টাকা এবং ৪০০০.০০ টাকা হারে Specific rate of duty আরোপ করা হয়। তবে পরবর্তীতে জনসাধারণের নিকট কমমূল্যে চিনি সরবরাহের জন্য অপ্রক্রিয়াজাত চিনির ওপর specific duty সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং প্রক্রিয়াজাত চিনির উপর specific duty প্রতি মে. টনে ৪,০০০ টাকা থেকে হ্রাস করে ২,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রক্রিয়াজাত চিনির উপর থেকেও সম্পূর্ণ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- Meltable Scrap এবং MS Billet/Ingot এর Specific duty টনপ্রতি ১৫০০ টাকা এবং ২৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। Silver bullion এবং Gold bullion এর ক্ষেত্রে প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রামের specific rate of duty যথাক্রমে ৬ টাকা এবং ১৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।
- সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত পণ্য (finished goods) ও বিলাস দ্রব্য luxury goods) এর ওপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি আরো ১(এক) বছরের জন্য অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী এনার্জি সেভিং ল্যাম্প যাতে বাংলাদেশে প্রস্তুত হয় সেজন্য এ জাতীয় বাল্বের সকল প্রকার যন্ত্রাংশ (parts) থেকে আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- সৌরশক্তি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সোলার প্যানেলে ওপর সম্পূর্ণরূপে শুল্ক কর মওকুফ করা হয়েছে।
- মূলধনী যন্ত্রপাতিকে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হয়েছে।
- ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্যের শুল্ক সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তবে তা পরবর্তীতে স্থগিত করা হয়েছে।
- নতুন গাড়ি ও যানবাহনের শুল্ক-কর আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যুনতম মূল্য (minimum value) নির্ধারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- মিষ্টি, বিস্কুট, ওয়েফার, আকার বিস্কুট, স্ক্র্যাচ কার্ড, চশমার ফ্রেমের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন রোধ করার লক্ষ্যে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- শুল্ক কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন এর (pre-shipment Inspection) আওতা ক্রমানুসারে হ্রাস করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশে চলাচলকারী ভিন্ন দেশের বিমান সংস্থা কর্তৃক আমদানিয় কতিপয় পণ্য (যেমন: promotional items, revenue documents, বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য উপহার সামগ্রী, communicational equipment, ইউনিফর্ম প্রভৃতি) শুল্ক-কর ব্যতিত আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য ব্যাগেজ বিধিমালা অধিকতর সহজীকরণ করা হয়েছে।
- তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করতে কাঁচা তামাক (unmanufactured tobacco) রপ্তানির উপর প্রথমবারের মত ১০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
- যানজট নিরসনের লক্ষ্যে যানবাহনের শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- CKD এবং CBU অবস্থায় আমদানিকৃত মোটরসাইকেলের সম্পুরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে।
- বাল্কে আমদানিকৃত গুঁড়া দুধের শুল্ক হার ১২ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- মিডিয়াম ডেনসিটি ফাইবার (MDF) বোর্ডের উপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- খেজুরের উপর আরোপিত ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

**মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা:**

০১। **মল্য সংযোজন কর (মসক) ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সরলীকরণ:**

(ক) মূসক আইনে রপ্তানি'র সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্তকরণ; (খ) যে কোন ন্যায় নির্ধারণী সংক্রান্ত আদেশ এর (ধারা-৪২) বিরুদ্ধে আপীল দায়ের পদ্ধতি সহজীকরণ; (গ) মূসক বিভাগীয় কর্মকর্তার সংজ্ঞা সংশোধন; (ঘ) মূসক ফাঁকি রোধকল্পে ধারা-৫৫ সংশোধন; (ঙ) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের (SME) সুবিধার জন্য মূসক প্রদানের নিমিত্তে বার্ষিক টার্ণওভার ২৪ (চব্বিশ) লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা নির্ধারণ; (চ) দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহর এলাকায় অবস্থিত বড় ও মাঝারী ব্যবসায়ী/সেবা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখ হতে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে দেশের সকল জেলা শহর এলাকায় ECR ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক প্রবর্তন; (ছ) সেবার পরিধি র্নিধারণের লক্ষ্যে ব্যাখ্যা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি হালনাগাদ করা; (জ) নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের হারের ভিত্তিতে কর ধার্যকরণ বিধিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন; (ঝ) ইজারাদার এবং সার্ভেয়ার এর সংজ্ঞা সংশোধন ও পরিধি সম্প্রসারণ; এবং (ঞ) Advance Trade VAT (ATV) সংক্রান্ত ব্যাখ্যাপত্রের অস্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যাখ্যাপত্র বাতিলপূর্বক নতুন ব্যাখ্যাপত্র জারীকরণ।

**০২। মূসক অব্যাহতি প্রদান:**

(ক) ম্যাঙ্গানিজ ওর এবং কনসেনট্রেট (আমদানি পর্যায়ে); (খ) পাল্প (আমদানি পর্যায়ে); (গ) এনার্জি সেভিং ল্যাম্প এর যন্ত্রাংশ (আমদানি পর্যায়ে); (ঘ) ফটোভলটিক সেল ( (আমদানি পর্যায়ে); (ঙ) হাতে তৈরী কেক (উৎপাদন পর্যায়ে); (চ) ক্যান্সারের ঔষধ (উৎপাদন পর্যায়ে); (ছ) পাওয়ার লুমের তৈরী ফেব্রিক্স (উৎপাদন পর্যায়ে); (জ) হার্ডবোর্ড (উৎপাদন পর্যায়ে); (ঝ) ইলেকট্রিক জেনারেটর (উৎপাদন পর্যায়ে); (ঞ) পণ্য পরিবহনের ট্রেইলার (উৎপাদন পর্যায়ে); (ট) রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, মোটর সাইকেল উৎপাদন শিল্প (উৎপাদন পর্যায়ে শুধুমাত্র ২০০৯-১০ অর্থবছরের জন্য); (ঠ) ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে); (ড) বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (সেবা পর্যায়ে); এবং (ঢ) ভুট্টা বীজ (ব্যবসায়ী পর্যায়ে)।

**০৩। কর আপাতন হ্রাসকরণ ঃ**

(ক) কুটির শিল্পের প্লান্ট, মেশিনারী ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা হতে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকায় নির্ধারণ। বর্তমানে বার্ষিক ২৪ (চব্বিশ) লক্ষ টাকার কম টার্ণওভার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে উক্ত টার্ণওভারের সীমা ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা নির্ধারণ; (খ) উৎপাদন পর্যায়ে গুড়া দুধের ওপর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার; (গ) রেস্তোরার ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তির ৬০ শতাংশ এর ওপর ২৫ শতাংশ হারে মূসক নির্ধারণ অর্থাৎ এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ৯ শতাংশ হারে মূসক আরোপ।

**০৪। মসকের পরিধি বৃদ্ধি ঃ**

- মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার
  - (অ) পণ্য: প্লাস্টিকের তৈরী আসবাবপত্র (উৎপাদন পর্যায়ে)।
  - (আ) সেবা: ইন্ডেন্টিং সংস্থা, ট্রাভেলিং এজেন্সী (সেবা প্রদান পর্যায়ে)।
- বার্ষিক টার্নওভার নির্বিশেষে নিম্নোক্ত পণ্যগুলিকে মূসকের আওতায় আনয়ন: পণ্য- লজেন্স, এনার্জি ড্রিংক, জুস, চানাচুর, প্রসাধনী সামগ্রী, কেশ পরিচর্যা সামগ্রী এবং বিস্কুট।
- ট্যারিফ মূল্য হালনাগাদ: হোয়াইট পেপার, সিআর কয়েল, জিপি শীট, সিআই শীট, স্টেইনলেস স্টীলের তৈরী ব্লেড, ইলেক্ট্রিক ট্রান্সফরমার, বিস্কুট, গুড়াদুধ এর উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় কর্তন ও সরকারী ট্রেজারিতে জমা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত সেবার তালিকায় নিম্নলিখিত সেবাসমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ:
  - (অ) ডেকোরেটরস ও ক্যাটারার্স; (আ) নিলামকারী সংস্থা; (ই) কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস; (ঈ) আর্কিটেক্ট ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন; (উ) ট্রাভেল এজেন্সি; (ঊ) চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা;

**০৫। সম্পরক শুল্ক আরোপ ঃ**

(অ) জর্দা এবং গুলের ওপর ১০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ; (আ) সিরামিক টাইলস, মোজাইক, সিরামিক বাথটাব, সিঙ্ক, বেসিন ও অন্যান্য বাথরুম সামগ্রীর ওপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ হারে নির্ধারণ; (ই) কোমল পানীয় এর উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ হারে নির্ধারণ; এবং (ঈ) সিগারেটের মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক (সকল মূল্যস্তরে) বৃদ্ধি করে শুল্ক হার সমন্বয়করণ।

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

## রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৭৯,০৫২ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছরের শুরু থেকেই রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমে শক্তিশালী গতিধারা পরিলক্ষিত হয়। দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উচ্চতর প্রবৃদ্ধিমুখী কর্মচাঞ্চল্যের প্রভাবে বেসরকারি খাতের বর্ধিত অংশগ্রহণের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের প্রায় সবকটি খাতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১১ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে আয়কর। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করের বর্ধিত অবদান রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রবণতা। কারণ রাজস্ব সংগ্রহের চিরাচরিত ধারায় আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বরাবরই প্রাধান্য বিস্তার করে আসলেও গত অর্থবছর থেকে এ ধারা পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, অন্যান্য কর এবং আবগারি শুল্কের অবস্থান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬১,০০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় । বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রকোপ পরবর্তী পুনর্গঠন পর্যায়ে বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের যে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল তা অর্জনের প্রচেষ্টা অর্থবছরের শুরু থেকেই কিছুটা চাপের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে অর্থবছরের প্রথম দিকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির প্রভাবে শুল্ক আদায় তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এ খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যহত হতে

লেখ চিত্র ৪.১: রাজস্ব আদায়ে খাতভিত্তিক অবদান ( ২০০৯-১০, মার্চ/১০ পর্যন্ত)

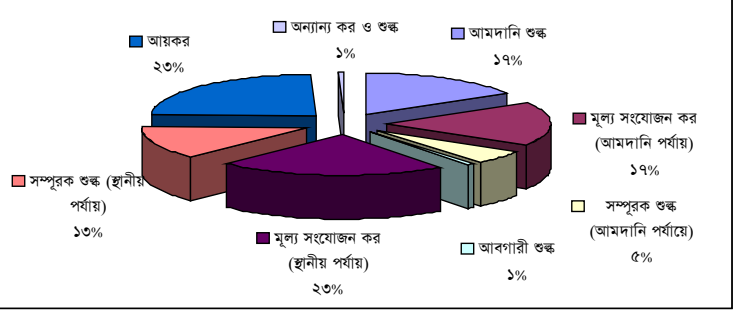

পারে মর্মে শুরুতে আশংকা থাকলেও অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হয়। প্রকৃত রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২,০৪৫.৭৭ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ১০১.৭১ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৪,৫০০ কোটি টাকা এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫৩,০০০ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ৫২,৫২৫.৯৬ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৪৭৪.০৪কোটি টাকা বা ০.৮৯ শতাংশ কম। দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ৯,৫১৮.৫২ কোটি টাকা বেশী আয় হওয়ায় রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৮.১২ শতাংশ। ২০০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৫৩,০৪৩.৮৪ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১,৩৭০.৩১ কোটি টাকা বা ২৭.২৮ শতাংশ বেশী। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে মোট রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রার ৬৭.৯৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মার্চ ২০১০ পর্যন্ত সময়ে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রার ৬৪.৫৯ এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬৬.৪২ শতাংশ অর্জিত হয়েছিল। সারণি ৪.২ এ চার অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হ'লঃ

**সারণি ৪.২: খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়**

(কোটি টাকায়)

| রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ | ২০০৭-০৮ (মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত) | ২০০৮-০৯ (মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত) | ২০০৯-১০ (মার্চ ২০১০ পর্যন্ত) | ২০১০-১১ (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) |
|---|---|---|---|---|
| আমদানি শুল্ক | ৬৪৪০.৮৮ | ৬৫৬১.৫৫ | ৬৫৫৪.০৩ | ৮০৭৮.৮১ |
| মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়) | ৫৭০১.৪১ | ৬৪৩৫.৬২ | ৭৫২৩.৪৬ | ৮৮০১.১৯ |
| সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে) | ১৩০১.৭১ | ১৬১৫.৯৪ | ২২৬৪.২৩ | ২৮৪১.২৩ |
| রপ্তানি শুল্ক | - | - | - | ২৫.১৭ |
| **উপ মোট** | **১৩৪৪৪.০০** | **১৪৬১৩.১১** | **১৬৩৫০.৭২** | **১৯৭৪৬.৪০** |
| আবগারী শুল্ক | ২১২.১৮ | ২৩৪.৪১ | ৩৩২.৬৯ | ৩৯৬.১৪ |
| মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়) | ৬২২৫.৪৭ | ৭৪২৭.২০ | ৯৪৪৯.৪৭ | ১২৩৪১.৫৯ |
| সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়) | ৪৩২২.৩৮ | ৪৪৩২.৭৮ | ৫৪২৫.০৮ | ৭০২৬.৫৬ |
| টার্ণ ওভার ট্যাক্স | ৩.৩৮ | ৩.২৬ | ৩.০৩ | ২.২৭ |
| **উপ মোট** | **১০৭৬৩.৪১** | **১২০৯৭.৬৫** | **১৫২১০.২৭** | **১৯৭৬৬.৫৬** |
| **পরোক্ষ করের মোট** | **২২৭২২.৭৬** | **২৬৭১০.৭৬** | **৩১৫৬০.৯৯** | **৩৯৫১২.৯৬** |
| আয়কর | ৬৭৫৩.৬০ | ৮১৭৬.২২ | ৯৮২৭.১৯ | ১৩২২২.৫৮ |
| অন্যান্য কর ও শুল্ক | ৩৪৩.৬২ | ৩১৬.৪৬ | ২৮৫.৩৫ | ৩০৮.৩০ |
| প্রত্যক্ষ করের মোট | **৭০৯৭.২২** | **৮৪৯২.৫৮** | **১০১১২.৫৪** | **১৩৫৩০.৮৮** |
| **সর্বমোট** | **৩১৩০৪.৬৩** | **৩৫২০৩.৩৪** | **৪১৬৭৩.৫৩** | **৫৩০৪৩.৮৪** |

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

**সরকারি ব্যয়**

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারি ব্যয়ের প্রাধিকার নির্ধারণকালে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় উৎসাহিতকরণ, বেসরকারি খাত কর্তৃক উৎপাদনশীল খাতে অধিক বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনের সহায়ক খাতে অধিক সম্পদ ব্যবহার, জনকল্যাণমুখী সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় অব্যাহত রাখা, সরকারি খাতের ব্যয়ে কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তথা উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সহায়ক পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অধিকতর কর্মসংস্থান, জীবন মানের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছরে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। চলতি অর্থবছর ও বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় এবং জিডিপি-র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.৩-এ দেখানো হ'লঃ

## সারণি ৪.৩: সরকারি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

| | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ) | ৪০৭৫৭ | ৪২০৭৫ | ৪৭১৮৪ | ৫৩৯০৩ | ৫৯০৩০ | ৬৬৮৩৬ | ৯৩৬০৮ | ৯৪১৪০ | ১১০৫২৩ | ১২৯৮৭৬ |
| (ক)রাজস্ব ব্যয় | ২২৭০০ | ২৫৩০৭ | ২৮৩৯০ | ৩৩৩২৪ | ৩৬৬১৮ | ৪৫৪১২ | ৫৬৯৮৯ | ৬৭১২৫ | ৭৭১১৯ | ৮৩২৪৩ |
| (খ) উন্নয়ন ব্যয় | ১৫০৫০ | ১৫২৭১ | ১৬৮১৭ | ১৮৭৭১ | ১৯৪৭৩ | ১৭৯১৬ | ২৪৩৪৯ | ২৪৭১২ | ৩১৮১৭ | ৩৯৪২১ |
| (গ) অন্যান্য ব্যয় | ৩০০৮ | ১৪৯৭ | ১৯৭৭ | ১৮০৮ | ২৯৪০ | ৩৫০৮ | ১২২৭০ | ২৩০৩ | ১৫৭৭ | ৭২১৩ |
| জিডিপি-র শতকরা হিসেবে | | | | | | | | | | |
| সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ) | ১৪.৯২ | ১৪.০০ | ১৪.১৭ | ১৪.৫৪ | ১৪.২০ | ১৪.৩০ | ১৭.৪৮ | ১৫.৩১ | ১৫.৯২ | ১৬.৪৯ |
| (ক)রাজস্ব ব্যয় | ৮.৩১ | ৮.৪২ | ৮.৫৩ | ৮.৯৯ | ৮.৮১ | ৯.৭১ | ১০.৬৪ | ১০.৯১ | ১১.১১ | ১০.৫৭ |
| (খ) উন্নয়ন ব্যয় | ৫.৫১ | ৫.০৮ | ৫.০৫ | ৫.০৬ | ৪.৬৮ | ৩.৮৩ | ৪.৫৫ | ৪.১৭ | ৪.৫৮ | ৫.০১ |
| (গ) অন্যান্য ব্যয় | ১.১০ | ০.৫০ | ০.৫৯ | ০.৪৯ | ০.৭১ | ০.৭৬ | ২.২৯ | ০.২৩ | ০.২৩ | ০.৯২ |

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

### বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র (এডিপি) বাস্তবায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জাতীয় অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য হলেও গত দশকে এডিপির প্রকৃত ব্যয়ের গড় হার নিম্নমুখী। সারণি ৪.৪ তে প্রদত্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০-০১ থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত সময়ে ব্যয়ের গড় হার সংশোধিত বরাদ্দের ৮৮ শতাংশ হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি ব্যয়ের জাতীয় গড় দাঁড়ায় সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৯১ শতাংশ। এক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও এডিপি ব্যবহারের গড় হার ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় বেশী হওয়ায় এটি সরকারি খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় প্রান্তিক শেষে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারের হার প্রায় ৫০ শতাংশ, পূর্বের বছরসমূহের একই সময়ে অর্থাৎ ২০০৯-১০ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত এ হার ছিল সংশোধিত বরাদ্দের ৪৮ শতাংশ এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৪৬ শতাংশ । দেখা যাচেছ যে, চলতি অর্থবছরে এডিপি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়ায় বছর শেষে পূর্বের তুলনায় সন্তোষজনক এডিপি ব্যবহার প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

## সারণি ৪.৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

| বছর | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি | | | |
|---|---|---|---|---|
| | মূল বরাদ্দ | সংশোধিত বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার |
| ২০০০-০১ | ১৭৫০০ | ১৮২০০ | ১৬২৪০ | ৮৯.২ |
| ২০০১-০২ | ১৯০০০ | ১৬০০০ | ১৪০৯০ | ৮৮.১ |
| ২০০২-০৩ | ১৯২০০ | ১৭১০০ | ১৫৪৩৪ | ৯০.০ |
| ২০০৩-০৪ | ২০৩০০ | ১৯০০০ | ১৬৮১৭ | ৮৯.০ |
| ২০০৪-০৫ | ২২০০০ | ২০৫০০ | ১৮৭৭১ | ৯১.৬ |
| ২০০৫-০৬ | ২৪৫০০ | ২১৫০০ | ১৯৪৭৩ | ৯১.০ |
| ২০০৬-০৭ | ২৬০০০ | ২১৬০০ | ১৭৯১৭ | ৮৩.০ |
| ২০০৭-০৮ | ২৬৫০০ | ২২৫০০ | ১৮৪৫০ | ৮৩.৮ |
| ২০০৮-০৯ | ২৫৬০০ | ২৩০০০ | ১৯৬৮৮ | ৮৫.৫ |
| ২০০৯-১০ | ৩০৫০০ | ২৮৫০০ | ২৫৯১৭ | ৯০.৯ |
| ২০১০-১১* | ৩৮৫০০ | ৩৫৮৩০ | ১৭৫০৯* | ৪৮.৯ |

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

* মার্চ ২০১১ পর্যন্ত

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি প্রকৃত ব্যয়ের গঠন বিন্যাস

আর্থসামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি প্রকৃত ব্যয়ের গঠন বিন্যাস দেখানো হ'লঃ

**সারণি ৪.৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (প্রকৃত)-এর খাতওয়ারি গঠন বিন্যাস, প্রধান খাতসমূহ (%)**

| খাতসমূহ | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কৃষি | ৪.৪ | ৩.৭৪ | ৪.০৪ | ৩.৬২ | ৫.২০ | ৫.৮৬ | ৬.৬৪ | ৬.২৭ | ৬.২০ | ৬.৬০ |
| পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান | ১১.১ | ১০.০৯ | ১৩.৮৩ | ১৪.২৭ | ১৫.৮৩ | ১৭.১৪ | ১৫.০৬ | ১৬.৬৩ | ১৪.১০ | ১২.৯৫ |
| পানি সম্পদ | ৫.৪ | ৪.২৯ | ৪.০৪ | ২.৪৪ | ৩.২২ | ২.২৯ | ৩.৭৩ | ৪.০৯ | ৪.১৯ | ৩.৫১ |
| শিল্প | ১.৯ | ১.১৪ | ২.৭৪ | ২.৪২ | ১.৬৪ | ১.২৪ | ১.৩৪ | ২.০৯ | ১.৬৯ | ১.২৩ |
| বিদ্যুৎ | ১২.১ | ১৩.৭০ | ১৭.২৬ | ২০.৭৪ | ১.৬৪ | ১৩.৮৭ | ১৩.২৭ | ১১.৬৭ | ৯.২৮ | ১৪.২৮ |
| তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ | ৩.১ | ৪.০০ | ৫.১৯ | ৬.০৪ | ১.৬২ | ০.৭৪ | ১.৪০ | ১.০৭ | ৩.৮৩ | ৩.০৫ |
| পরিবহন | ১৯.৯ | ১৬.১৫ | ১৮.০৪ | ১২.২৭ | ১৪.৩০ | ১৪.৪০ | ১০.৮৯ | ১০.১৪ | ১৩.২৮ | ১৪.৯২ |
| যোগাযোগ | ৬.১ | ৩.৬৩ | ২.২৩ | ২.৯৩ | ২.৮২ | ২.৭২ | ১.৫৮ | ০.৯৩ | ১.১৪ | ০.৮০ |
| ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ | ৬.৬ | ৫.৬১ | ৫.৯১ | ৬.০৩ | ৭.৫৬ | ৬.৮৬ | ৭.১১ | ১১.৪৯ | ১০.৪৫ | ৯.৫৩ |
| শিক্ষা ও ধর্ম | ১৪.২ | ১৩.৮৮ | ১২.২৮ | ১৩.৭০ | ১৩.৮৩ | ১৫.৪৮ | ১৫.৫৬ | ১৫.৯৯ | ১৫.৭২ | ১৪.৩৯ |
| স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা | ৭.৯ | ৬.৭২ | ৮.২৭ | ৮.১৭ | ৯.৫৯ | ৯.৯৭ | ১১.৩৪ | ১০.৭১ | ১০.৬১ | ৯.০১ |
| অন্যান্য | ৭.৪ | ১৭.০০ | ৬.২৪ | ৭.৩৮ | ৮.১৯ | ৯.৪৩ | ১২.০২ | ৮.৯১ | ৯.৫৪ | ৯.৭৪ |
| মোট এডিপি | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ |

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

## বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট জাতীয় কৌশলের পটভূমিতে বাজেট প্রণীত হয়। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ যেখানে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছে সেখানে সরকারকে বর্ধিত হারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট সম্পদ ও আয় হস্তান্তরের অধিকতর ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। এতে করে সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা অর্থনীতিতে একদিকে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম ক্রয় ক্ষমতা তৈরীর মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধির ধারা সচল রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অপরদিকে এটি বিশাল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম জীবন ধারনে সহায়তা করছে। তবে বাংলাদেশে বাজেট ঘাটতির ধারা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগময় কয়েকটি বছর ব্যতীত বাজেট ঘাটতি জিডিপি-এর ৫ শতাংশ বা তার নীচে রয়েছে। যা দেশের সামগ্রিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতার পরিচায়ক। নিম্নের সারণি ৪.৬-এ গত দশকের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হ'লঃ

**সারণি ৪.৬: বাজেট ভারসাম্য (Balance)**

(জিডিপি-র শতকরা হার)

| | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত) | -৫.১ | -৪.৪* | -৪.২* | -৪.২* | -৩.৯* | -৩.৭ | -৬.২** | -৪.০ | -৩.৭ | -৪.৪ |
| সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান সহ) | -৪.১ | -৩.৭ | -৩.৪ | -৩.৪ | -৩.৩ | -৩.৩ | -৫.৪*** | -৩.২ | -৩.৩ | -৩.৮ |
| নীট বৈদেশিক অর্থায়ন[১] | ২.০ | ১.৭ | ২.৩ | ২.৪ | ১.৭ | ১.৮ | ২.৫ | ১.৮ | ১.৪ | ১.৩ |
| নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন[২] | ২.৭ | ১.৩ | ২.২ | ১.৮ | ২.২ | ১.৯ | ৩.৭ | ২.২ | ২.৩ | ৩.১ |

উৎসঃ সিজিএ ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

* প্রকৃত সরকারি হিসাব অনুযায়ি ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে সার্বিক বাজেট ঘাটতি যথাক্রমে ৩.৫, ৩.৪, ৩.৫, ৩.৭, ২.৮ ও ৪.৯ শতাংশ।

** অনুদান বাদে ও বিপিসিসহ *** অনুদান ও বিপিসিসহ

[১] নীট বৈদেশিক অর্থায়ন = (বৈদেশিক ঋণ+অনুদান) - বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধ।

২. নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন = জনগণ হতে গৃহীত নীট ঋণ + ব্যাংকিং খাত হতে গৃহীত ঋণ। {যেখানে, জনগণ হতে গৃহীত নীট ঋণ = মোট সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় - সঞ্চয়পত্র বাবদ আসল পরিশোধ}। এক আর্থিক বছরের খরচ পরবর্তী বছরে পরিশোধ (চেক ফ্লোট (Check Float) ও অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তিজনিত (Errors & Omissions)) কারণে বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

### বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদানের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশের মত সম্পদ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এডিপিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে ২০০০-০১ অর্থ বছর থেকে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কেবল ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের ৪০ শতাংশের চেয়েও কম সম্পদ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপর্যুপরি বন্যা এবং ঘুর্ণিঝড় সিডর-পরবর্তী বর্ধিত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ায় উক্ত বছরের এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান বৃদ্ধি পাওয়ায় তুলনামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ উৎসের অবদান হ্রাস পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পদের যোগান এসেছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। একইভাবে চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬ শতাংশ হয়েছে। চলতি বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের হার ও মোট বরাদ্দের পরিমাণ পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশী হওয়ায় এটিকে নিজস্ব উৎসের উপর অধিক নির্ভরতার ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নের সারণি ৪.৭ এ এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদানের একটি চিত্র তুলে ধরা হলঃ

**সারণি ৪.৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)**

(কোটি টাকায়)

| | ২০০০-০১ | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এডিপি | ১৮২০০ | ১৬০০০ | ১৭১০০ | ১৯০০০ | ২০৫০০ | ২১৫০০ | ২১৬০০ | ২২৫০০ | ২৩০০০ | ২৮৫০০ | ৩৫১৩০ |
| মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [৩] | ৯৫৩০ | ৭৭৮৫ | ৮৮৫৯ | ৯৫৯০ | ১০০৭০ | ১০৮০০ | ১১৪০৬ | ৮৪২৪ | ১০২০০ | ১৭২০০ | ২৩২০০ |
| এডিপি-র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ | ৫২.৩৬ | ৪৮.৬৬ | ৫১.৮১ | ৫০.৪৭ | ৪৯.১২ | ৫০.২৩ | ৫২.৮১ | ৩৭.৪৪ | ৪৪.৩৪ | ৬০.৩৫ | ৬৬.০৪ |

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। উপাত্তসমূহ সংশোধিত বরাদ্দভিত্তিক।

## সরকারি ঋণ

উৎপাদনমুখী গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ঘাটতি হ্রাস, জনদুর্ভোগ লাঘবের জন্য অত্যাবশ্যক সেবা সরবরাহ, আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পূরণ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সরকার কর্তৃক বর্ধিত ব্যয়ের ফলে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি ভরণকল্পে সরকার ঋণ গ্রহণ করে। সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এই উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বিগত এক দশকে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের খতিয়ান সারণি ৪.৮ -এ এবং বৈদেশিক উৎস থেকে অনুদান ও ঋণের খতিয়ান সারণি ৪.৯ -এ এবং বিগত বছরের উৎসভিত্তিক সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.২ -এ ও বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ প্রবাহ লেখচিত্র ৪.৩ -এ দেখানো হ'ল।

৩. মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ = এডিপি - বৈদেশিক উৎস।

## সারণি ৪.৮: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ

(কোটি টাকায়)

| অর্থবছর | ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট) | | | ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ | সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ | জিডিপি'র % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ | তফসিলী ব্যাংকসমূহ হতে গৃহীত ঋণ | মোট ঋণ | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪=(২+৩) | ৫ | ৬=(৪+৫) | ৭ |
| ২০০০-০১ | ২০০৯.৩০ | ৮৯৫.১০ | ২৯০৪.৩০ | ৪২০৮.৪২ | ৭১১২.৭২ | ২.৮ |
| ২০০১-০২ | ২৭২৭.০০ | -১৫৮.৬০ | ২৫৬৮.৪০ | ৪৭১১.৪৭ | ৭২৭৯.৮৭ | ২.৭ |
| ২০০২-০৩ | -২৫৮৯.৭০ | ১৬০৭.২০ | -৯৮২.৫০ | ৪৭৯৫.২২ | ৩৮১২.৭২ | ১.৩ |
| ২০০৩-০৪ | ১৬৫৩.০০ | ১০১৬.১০ | ২৬৬৯.১০ | ৪৬৫৮.৯০ | ৭৩২৮.০০ | ২.২ |
| ২০০৪-০৫ | ৩৮২৬.৭০ | -১৪২.৮০ | ৩৬৮৩.৯০ | ২৯৭২.৫৭ | ৬৬৫৬.৪৭ | ১.৮ |
| ২০০৫-০৬ | ৯৩৫১.৮০ | -৩৩১০.৪০ | ৬০৪১.৫০ | ৩১০৩.২৩ | ৯১৪৪.৭৩ | ২.২ |
| ২০০৬-০৭ | ৯০৫.০০ | ৩৫১০.৯০ | ৪৪১৫.৯০ | ৪৬৮২.৩০ | ৯০৯৮.২০ | ১.৯ |
| ২০০৭-০৮ | ৬৬.২০ | ১০৮৯৩.৪০ | ১০৯৫৯.৬০ | ৩১৪৪.৮০ | ১৪১০৪.৪০ | ২.৬ |
| ২০০৮-০ | ২৯৫৮.১০ | ৮৩১৭.৯০ | ১১২৭৬.০০ | ৫৫৯৬.০০ | ১৬৮৭২.০০ | ২.৭ |
| ২০০৯-১০ | -৬৬৩৪.৯০ | ২৮৪২ | -৩৭৯২.৯০ | ১২,৪১৯.৫৭ | ৮৬২৬.৬৭ | ১.৩ |
| ২০১০-১১* | -৩০৬৭.৩০ | ৪৭৪৭.৮০ | ১৬৮০.৫০ | ৩,৪৬০.৭১ | ৫১৪১.২১ | ০.৭ |

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

নোটঃ ২০০২-০৩ অর্থ বছর থেকে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের গৃহীত ঋণ (নীট) নতুন পদ্ধতিতে হিসাব করা হচ্ছে।

* ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত

### বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে এটা সহজেই দেখা যাচ্ছে যে. বাংলাদেশকে প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সার্বিকভাবে বৈদেশিক উৎসের তূলনায় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে প্রতি বছর বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগময় বছরগুলোতে বর্ধিত বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ায় ঐ সময়ে নীট সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

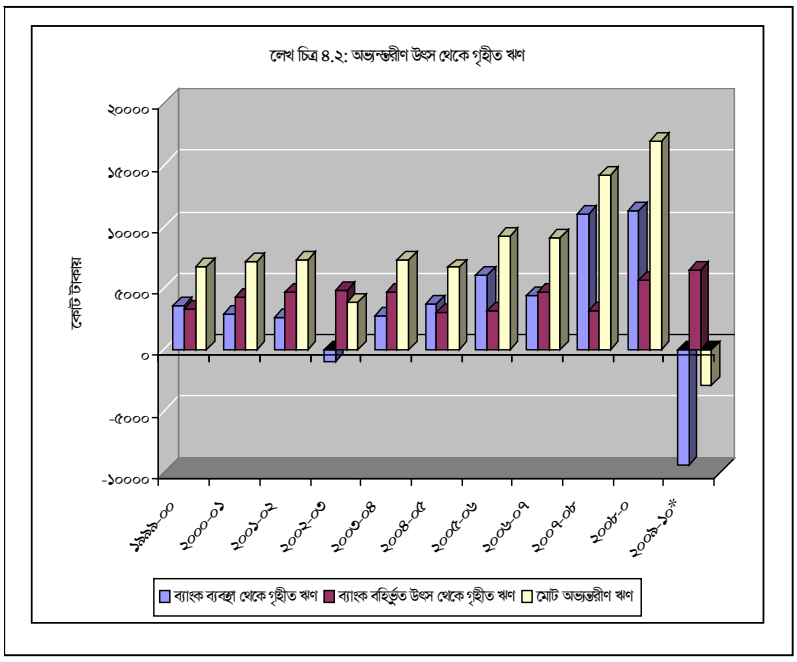


বৈদেশিক উৎস থেকে বাড়তি সাহায্য পাওয়ায় নীট প্রবাহ বেড়ে যায়। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ নিম্নের সারণি ৪.৯ এ সন্নিবেশ করা হলোঃ

## সারণি ৪.৯: বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

| অর্থবছর | ঋণ ও অনুদান গ্রহণ | | | আসল ও সুদ পরিশোধ | | | নীট বৈদেশিক প্রবাহ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | অনুদান | ঋণ | মোট | সুদ | আসল | মোট | আসল পরিশোধ পরবর্তী | আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী |
| ১ | ২ | ৩ | ৪=২+৩ | ৫ | ৬ | ৭=৫+৬ | ৮=৪-৬ | ৯=৪-৭ |
| ২০০০-০১ | ৫০৪ | ৮৬৫ | ১৩৬৯ | ১৫৯ | ৪৩৮ | ৫৯৭ | ৯৩১ | ৭৭২ |
| ২০০১-০২ | ৪৭৯ | ৯৬৩ | ১৪৪২ | ১৫১ | ৪৩৫ | ৫৮৬ | ১০০৭ | ৮৫৬ |
| ২০০২-০৩ | ৫১০ | ১০৭৫ | ১৫৮৫ | ১৫৬ | ৪৫২ | ৬০৮ | ১১৩৩ | ৯৭৭ |
| ২০০৩-০৪ | ৩৩৮ | ৬৯৫ | ১০৩৩ | ১৬৫ | ৪২৩ | ৫৮৮ | ৬১০ | ৪৪৫ |
| ২০০৪-০৫ | ২৩৪ | ১২৫৭ | ১৪৯১ | ১৮৫ | ৪৩৪ | ৬১৯ | ১০৫৭ | ৮৭২ |
| ২০০৫-০৬ | ৫০১ | ১০৬৭ | ১৫৬৮ | ১৭৬ | ৫০২ | ৬৭৮ | ১০৬৬ | ৮৯০ |
| ২০০৬-০৭ | ৫৯০ | ১০৪০ | ১৬৩০ | ১৮২ | ৫৪০ | ৭২২ | ১০৯০ | ৯০৮ |
| ২০০৭-০৮ | ৬৫৮ | ১৪০৩ | ২০৬১ | ১৮৪ | ৫৮৬ | ৭৭০ | ১৪৭৫ | ১২৯১ |
| ২০০৮-০৯ | ৬৫৮ | ১১৮৯ | ১৮৪৭ | ২০০ | ৬৫৫ | ৮৫৫ | ১১৯২ | ৯৯২ |
| ২০০৯-১০ | ৬১৩ | ১৬০৪ | ২২১৭ | ১৯০ | ৬৮৬ | ৮৭৬ | ১৫৩১ | ১৩৪১ |
| ২০১০-১১* | ৫৩১ | ৮৬৮ | ১৩৯৯ | ১৫৭ | ৫৮৮ | ৭৪৪ | ৮১১ | ৬৫৫ |

উৎস ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত

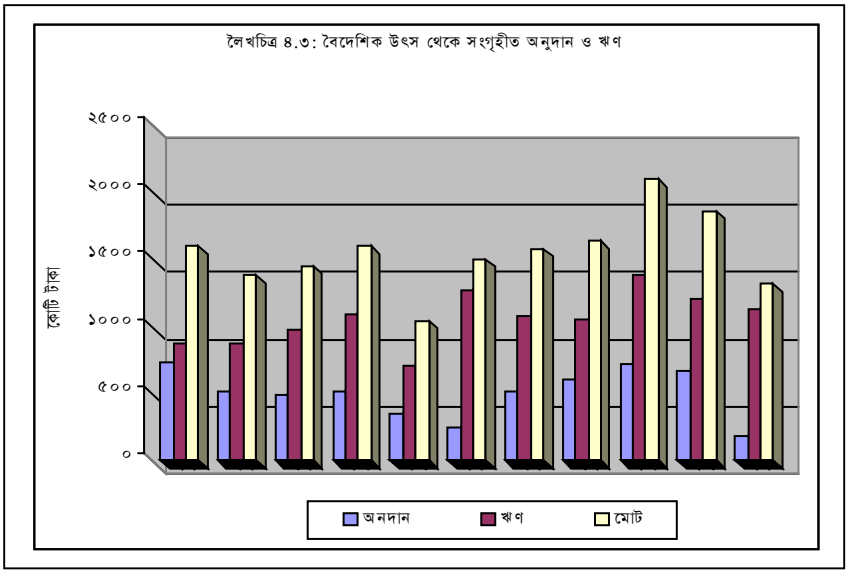


বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি ঋণ-দায় (debt obligation) সহনীয় সীমার মধ্যে রয়েছে। বৈশ্বিক বিভিন্ন পরিবর্তনজনিত কারণে বর্তমানে বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ ও অনুদান প্রাপ্তি ক্রমান্বয়ে কমে আসছে; তাই বাজেট ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক ঋণের পাশাপাশি সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহের জন্য নানামুখী সংস্কার ও প্রসারমূলক (promotional) কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

## সারণি ৪.১০: এক নজরে বাজেট

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

| বিবরণ | সংশোধিত ২০১০-১১ | বাজেট ২০১০-১১ | সংশোধিত ২০০৯-১০ |
|---|---|---|---|
| রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান | | | |
| রাজস্ব | ৯৫১৮৮ | ৯২৮৪৭ | ৭৯৪৮৪ |
| করসমূহ | ৭৯০৫২ | ৭৬০৪২ | ৬৩৯৫৬ |
| জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসসূহ | ৭৫৬০০ | ৭২৫৯০ | ৬১০০০ |
| জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ | ৩৪৫২ | ৩৪৫২ | ২৯৫৬ |
| কর ব্যতীত প্রাপ্তি | ১৬১৩৬ | ১৬৮০৫ | ১৫৫২৫ |
| বৈদেশিক অনুদান | ৪২২৪ | ৪৮০৯ | ৩৭৪২ |
| মোট ঃ | ৯৯৪১২ | ৯৭৬৫৬ | ৮৩২২৩ |
| **ব্যয়** | | | |
| **অনুন্নয়নমূলক ব্যয়** | ৮৩২৪২ | ৮৫৭৮৬ | ৭৭১২৭ |
| অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় | ৭৬৯৫৫ | ৭৫২৩০ | ৬৮৭১১ |
| এর মধ্যে | | | |
| অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ | ১৩১৫৬ | ১৩২৭১ | ১৩২৫৫ |
| বৈদেশিক ঋণের সুদ | ১৪২২ | ১৪৩৮ | ১৩৯১ |
| অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় | ৬২৮৬ | ১০৫৫৬ | ৮৪১৬ |
| খাদ্য হিসাব | ৩৫২ | ২৪১ | ৬০ |
| ঋণ ও অগ্রিম (নীট) | ৬৭১২ | ৩২২৩ | ১১৮৭ |
| কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় | ১৫০ | ১৫০ | ৩৩২ |
| **উন্নয়নমূলক ব্যয়** | ৩৯৪২১ | ৪২৭৭০ | ৩১৮১৬ |
| অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত কর্মসংস্থান সৃজন এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি | ১০০৩ | ১৪৯৮ | ১০০৯ |
| এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প | ১২৯৪ | ১৫৭৮ | ১১৮০ |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি | ৩৫৮৩০ | ৩৮৫০০ | ২৮৫০০ |
| এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও স্থানান্তর কর্মসূচি | ১২৯৪ | ১১৯৪ | ১১২৭ |
| মোট ব্যয় : | ১২৯৮৭৬ | ১৩২১৭০ | ১১০৫২৪ |
| সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)ঃ | -৩০৪৬৪ | -৩৪৫১৪ | -২৭৩০০ |
| (জিডিপি'র শতকরা হার)ঃ | -৩.৮ | -৪.৪ | -৩.৫ |
| সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত )ঃ | ৩৮৬৮৮ | -৩৯৩২২ | -৩১০৪২ |
| (জিডিপি'র শতকরা হার)ঃ | -৪.৪ | -৫.০ | -৪.০ |
| **অর্থ সংস্থান** | | | |
| **বৈদেশিক ঋণ-নীট** | **৫৬৪৭** | **১০৮৩৪** | **৯৯৭২** |
| বৈদেশিক ঋণ | ১০৭৮৪ | ১৫৯৬৮ | ১৪৪৯২ |
| বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ | - ৫১৩৬ | ৫১৩৪ | ৪৫২০ |
| **অভ্যন্তরীণ ঋণ** | **২৪৮১৭** | **২৩৬৮০** | **১৭৩২৪** |
| ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট) | ১৮৩৭৯ | ১৫৬৮০ | ৮৬৬০ |
| দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নীট) | ১৬০৬২ | ১২৫৭০ | ৬৫১১ |
| স্বল্পমেয়াদী ঋণ (নীট) | ২৩১৭ | ৩১১০ | ২১৫০ |
| ব্যাংক বহির্ভত ঋণ (নীট) | ৬৪৩৮ | ৮০০০ | ৮৬৬৪ |
| জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ (নীট) | ৫৯১৯ | ৭৪৭৭ | ৮৪০৭ |
| অন্যান্য | ৫১৯ | ৫২৩ | ২৫৭ |
| **মোট -অর্থ সংস্থান ঃ** | ৩০৪৬৪ | ৩৪৫১৪ | ২৭২৯৭ |
| **মেমোরেন্ডাম আইটেম ঃ** **জিডিপি** | ৭৮০২৯০ | ৭৮০২৯০ | ৬৯০৫৭১ |

উৎসঃ অর্থ বিভাগ।